Sanatan Dharma

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন মোক্ষলাভের উপায়। এবং এইগুলি ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নির্দেশে অনুযায়ী পালন করিতে হইবে।

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন মোক্ষলাভের উপায় ।
শ্রবণের অর্থ হল- আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে শাস্ত্রবাক্যের উপদেশ শ্রবণ করা।
মননের অর্থ হল- এই উপদেশ নিজের মনে চিন্তা করা এবং বিচারবুদ্ধির সাহায্যে সেই জ্ঞানকে মনে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা।
নিদিধ্যাসন হল- যোগাভ্যাসের দ্বারা আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে ধ্যান করা। ধ্যানের মাধ্যমে আত্মার যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান গভীর ও নিবিড়ভাবে উপলব্ধি হবে। নিদিধ্যাসের মাধ্যমে সত্যের সাক্ষাৎ উপলব্ধি ঘটে এবং অবিদ্যা দূর হয়।

এইভাবে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের মাধ্যমে জীব আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হয়ে থাকে। তখন জীব আর মন, শরীর বা ইন্দ্রিয়কে আমি-রূপে উপলব্ধি করে না। মিথ্যা-জ্ঞান বিনিষ্ট হওয়ার জন্য মিথ্যাজ্ঞান থেকে উদ্ভূত যে দোষ-রাগ, দ্বেষ ও মোহের আর উৎপত্তি হয় না। প্রবৃত্তিরূপ কারণের অভাবে জীবের আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। জন্মরূপ কার্যের উৎপত্তি না হওয়ার জন্য আত্মার সংঙ্গে দেহের সব সংযোগ বিনিষ্ট হয় এবং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে। আত্মার স্বরূপে অবস্থান এবং তার ফলে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হল মোক্ষ লাভ অর্থাৎ মোক্ষ লাভ কোন ভীতিজনক অবস্থা নয় বরং এ হল এক পরম শান্তির অবস্থা।
আবার শ্রবন,মনন এবং নিদিধ্যাসনের অধিকারী হতে হবে। তাহা কিরূপ বর্নিত হইল।
বেদান্তমতে বলা হয়ে থাকে, একমাত্র বেদান্তপাঠের অধিকারীই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের অধিকারী। তাই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের পূর্বে জীবকে বেদান্তপাঠের অধিকার অর্জন ও তার জন্য তৎকারণ বিধিপূর্বক বেদ-বেদাঙ্গ অধ্যয়ন, জন্ম ও জন্মান্তরে কাম্যকর্ম ও শাস্ত্রনিষিদ্ধকর্ম পরিত্যাগ এবং কেবলমাত্র নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্ত কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা নিষ্পাপ ও নির্মলচিত্ত হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়াও বেদান্তের অধিকারীকে বিবেক, বৈরাগ্য, শমদমাদি ও মুমুক্ষুত্ব- এই সাধন-চতুষ্টয় অর্জন করতে হবে। এই সাধন-চতুষ্টয়-সমন্বিত ব্যক্তিই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের নিকট বেদান্তপাঠের অধিকারী। বেদান্ত আলোচনার জন্য বৈদান্তিকরা এই যে পূর্ব-প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়েছেন, তার পারিভাষিক নাম হলো ‘অনুবদ্ধ’।

Published on: Jun, 02 2023 13:16